প্রথম আলো

তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা 28 কলাম 2

ছাত্রের মৃত্যু এবং প্রতিবাদের তাণ্ডব

উভয় পক্ষের বলপ্রয়োগের বিহিত হতে হবে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘর্ষ ও হামলায় এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু দুঃখজনক। তবে, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে শহরজুড়ে তাণ্ডব চালানোও অপরাধ। বাগ্‌বিতণ্ডার জের ধরে পরপর দুদিন হামলা ও পাল্টাহামলা চলতে পারল কীভাবে, তার তদন্ত হতে হবে। স্পষ্টতই এখানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখা যায়।

এক মাদ্রাসাছাত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীর বিবাদ হলে ওই ছাত্র দলবল নিয়ে ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা চালান। পরে ছাত্রলীগ ও ব্যবসায়ীরা জোট বেঁধে মাদ্রাসাছাত্রদের প্রতিহত করেন। ঘটনাটা এখানেই থেমে যেতে পারত। কিন্তু অনেক রাতে পুলিশ ও কিছু দুষ্কৃতকারী মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে 'অভিযান' চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। আক্রান্ত জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের অভিযোগ, পুলিশ ও দুষ্কৃতকারীরা মাদ্রাসার ফটক ভেঙে ছাত্রদের কক্ষে ঢুকে নির্যাতন চালায়। তিনি বলেন, মাসুদুর রহমান নামের ২০ বছরের ওই ছাত্রকে তখন তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে সহপাঠীর লাশ না পেয়ে ছাত্ররা আরেক দফা সহিংসতা চালান।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আক্রমণাত্মক হয়ে সংঘর্ষকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা গুরুতর। তাদের উচিত ছিল শুরুতেই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও প্রশাসনের ব্যক্তিদের নিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা। এ ঘটনায় জড়িত হয়ে ছাত্রলীগই বা কী অর্জন করল? এ দুটি কারণে তিল থেকে তাল হয়ে তুলকালাম ঘটে গেল এবং ঝরে গেল একটি প্রাণ। হত্যার প্রতিবাদ মানে জ্বালাও-পোড়াও, সড়ক-রেল অবরোধ এবং প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করা নয়। এসব অপরাধমূলক কাজ। এসবের পেছনে কোনো উসকানি ও পরিকল্পনা কাজ করেছিল কি না, তারও তদন্ত করা দরকার। পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাড়াবাড়ি এবং ছাত্রদের সহিংসতা—কোনোটাই আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। এমন পরিণতির জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও দায় অস্বীকার করতে পারে না।

সাম্প্রতি টাঙ্গাইলের কালিহাতীতেও পুলিশের বাড়াবাড়ির কারণে পুলিশ বনাম জনতার মধ্যে দাঙ্গা ঘটতে দেখা গেছে। এসব ঘটনা থেকে সরকারের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে যে বলপ্রয়োগ সমাধান নয়।